ন্যায় পরিচয়

অধ্যাপক
মহামহোপাধ্যায়
ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ
[জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ-এর সৌজন্যে]

সংক্ষিপ্ত বিষয় সূচী

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রথম অধ্যায়

ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন-ব্যাখ্যায়—ন্যায়-দর্শনের প্রথমসূত্রোক্ত "নিঃশ্রেয়স" শব্দের অর্থ-বিচার। অভীষ্টরূপ নিঃশ্রেয়স দ্বিবিধ—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। নিঃশ্রেয়সমাত্রই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন হইলেও অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স মোক্ষই ন্যায় শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন।

১—৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৌতমোক্ত মুক্তির স্বরূপ ও তদ্বিষয়ে বিবাদ ও মতভেদের ব্যাখ্যা। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি মাত্রই মুক্তি, এই মতের সমর্থনে ভায্যকার বাৎস্যায়নের বিচার ও গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের কথা। গৌতমের মতে নিত্যসুখের অনুভব—বিশিষ্ট আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি, এই প্রাচীন মতের সমর্থনে ভাসর্ব্বজ্ঞের কথা ও অন্যান্য কথা।

৪—১১

তৃতীয় অধ্যায়

মুক্তির উপায়বর্ণনে উপনিষদুক্ত আত্ম-দর্শন কিরূপে মুক্তির কারণ হয়—এই বিষয়ে গৌতমোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা। দ্বৈতবাসী গৌতমের মতে মুমুক্ষুর চরম সমাধির পরে নিজ আত্মার অলৌকিক সাক্ষাৎকার অবিদ্যার নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির চরম কারণ হইলেও পরমেশ্বরে পরাভক্তি বা শরণাগতি ব্যতীত কাহারও আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে না। পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই আত্ম-সাক্ষাৎকার জন্মে। উক্ত সিদ্ধান্তে প্রমাণ।

১২—১৭

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মার শ্রবণ ও মননের এবং পরে নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন। শ্রবণ ও মননের স্বরূপ-ব্যাখ্যা। ঘ্রাণাদি বহিরন্দ্রিয় হইতে এবং দেহ ও মন হইতে আত্মা ভিন্ন, এইরূপ মননের সাধন গৌতমোক্ত অনুমান প্রমাণরূপ নানা যুক্তির ব্যাখ্যা।

১৮—২৯

পঞ্চম অধ্যায়

জীবাত্মার নিত্যত্ব ও পূর্ব্ব জন্মের সাধন গৌতমোক্ত নানা যুক্তির ব্যাখ্যা ও উহার সমর্থনে অন্যান্য কথা।

৩০—৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

কণাদ এবং গৌতমও অদ্বৈতবাদী, এই কথার প্রতিবাদ। আচার্য্য শঙ্কর

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রভৃতিও ঐরূপ কথা বলেন নাই। কণাদ ও গৌতমের সূত্রদ্বারা বিচার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের দ্বৈতবাদিত্ব প্রতিদান।	৫০—৬২
সপ্তম অধ্যায়	
কণাদ ও গৌতমের সম্মত ''পরমাণু কারণবাদে''র ব্যাখ্যা ও যুক্তি। পরমাণু-খণ্ডনে বৌদ্ধচার্য্য বসুবন্ধুর কারিকা ও তাহার ব্যাখ্যা। পরমাণুর অস্তিত্ব ও নিরবয়বত্ব-সমর্থনে গৌতমোক্তযুক্তির ব্যাখ্যা। ''অসৎকার্য্যবাদে''র ব্যাখ্যা ও সমর্থন। 'পরমাণুকারণ বাদে' ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন এবং আকাশ নিত্য। উক্ত মতের সমর্থনে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কথা ও বিচার।	৬৩—৮৬
অষ্টম অধ্যায়	
ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনে বেদ-বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাজ্য, এই মতের সমালোচনায় নানা কথা। কণাদ ও গৌতমের মত, তাঁহাদিগের কল্পিত নহে। দ্বৈতবাদী কণাদ ও গৌতমের মতানুসারে কতিপয় শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার দ্বারা দ্বৈত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা।	৮৭—১০৩
নবম অধ্যায়	
''ভগবদ্গীতা''র দ্বারাও জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তবভেদ-রূপ দ্বৈত সিদ্ধান্তই বুঝা যায়—এই বিষয়ে দ্বৈতবাদীর কথা ও বিচার।	১০৪—১১৫
দশম অধ্যায়	
কণাদ ও গৌতমের সূত্র ও ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে কণাদ ও গৌতমের সম্মত ঈশ্বর-তত্ত্বের ব্যাখ্যা।	১১৬—১২৯
একাদশ অধ্যায়	
ন্যায় দর্শনোক্ত প্রমাণ পদার্থের স্বরূপব্যাখ্যা ও প্রত্যক্ষাদি চতুর্ব্বিধ প্রমাণের ব্যাখ্যা।	১৩০—১৫২
দ্বাদশ অধ্যায়	
বিচার পূর্ব্বক প্রমাণ পদার্থের প্রামাণ্য-স্থাপন। গৌতম-সম্মত 'পরতঃ প্রামাণ্য বাদে'র ব্যাখ্যা ও যুক্তি। গৌতম-মতে প্রমাণের চতুর্ব্বিধত্ব-সমর্থন।	১৫৩—১৬৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
বেদ প্রমাণ নহে, এই পূর্ব্বে পক্ষের স্থাপন ও খণ্ডনপূর্ব্বক বেদের প্রামাণ্য-সাধনে গৌতমোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা। বেদের পৌরুষেয়ত্ব ও অপৌরুষেয়ত্বাদি বিষয়ে আলোচনা।	১৬৮—১৮১
চতুর্দ্দশ অধ্যায়	
ন্যায়দর্শনোক্ত আত্মাদি অপবর্গ পর্যন্ত দ্বাদশ 'প্রমেয়' পদার্থের স্বরূপ-ব্যাখ্যা ও তদ্বিষয়ে গৌতমের বিশিষ্ট মতের ব্যাখ্যা।	১৮২—২০২
পঞ্চদশ অধ্যায়	
ন্যায়দর্শনোক্ত 'সংশয়', 'প্রয়োজন', 'দৃষ্টান্ত', 'সিদ্ধান্ত', 'অবয়ব', 'তর্ক', 'নির্ণয়', 'বাদ', 'জল্প', 'বিতণ্ডা', 'হেত্বাভাস', 'ছল', 'জাতি', ও 'নিগ্রহস্থান',—এই চতুর্দ্দশ পদার্থের স্বরূপ-ব্যাখ্যা ও অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনা।	২০৩—২৫৮